কুমার শচীন দেববর্মন

জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

ত্রিপুরা সরকার

কুমার শচীন দেববর্মন

জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদনা

পান্নালাল রায়

কুমার শচীন দেববর্মন জন্ম শতবার্ষিকী

তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর

ত্রিপুরা সরকার

Kumar Sachin Devburman
Janma Shata Barshiki Smarak Grantha
Published by
Director
Deptt. of Information, Cultural Affairs & Tourism
Govt. of Tripura, Agartala.

কুমার শচীন দেববর্মন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন
প্রকাশনা উপকমিটি

চেয়ারম্যান ঃ ড. ব্রজগোপাল রায়

সদস্যবৃন্দ ঃ ড. মহাদেব চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়,
কল্যাণ গুপ্ত, নিরঞ্জন চাকমা, রীতা চাকমা, বিন্দু সেন
এবং পান্নালাল রায় (আহ্বায়ক)

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৮ অক্টোবর ২০০৬

মুদ্রক ,
প্রিন্ট এইড
[illegible], আগরতলা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
স্বপন নন্দী

বিনিময় ঃ ১০০ (একশত) টাকা

KUMAR SACHIN DEBBARMAN's
BIRTH CENTENARY CELEBRATION COMMITTEE

No.	Name	Position
1.	Shri Manik Sarkar, Chief Minister	Chief Patron
2	Shri Aghore Debbarma, C.E.M., TTAADC	Patron
3.	Shri Keshab Majumder, Minister for School Edn.	Patron
4	Shri Jitendra Chaudhury, Minister, T.W.	Patron
5.	Shri Gopal Das, Minister, Food & Civil Supplies	Patron
6.	Dr. Braja Gopal Roy, Ex-Minister	Patron
7	Shri Anil Sarkar, Minister, ICAT	President
8.	Shri Radha Charan Debbarma, E.M. TTAADC	Vice President
9.	Shri Sankar Das, Chairperson, Agartala Municipal Council	Vice President
10	Prof. Ashoke Kr. Mukharjee, V.C. Tripura University	Vice-President
11.	Shri N.C. Sinha, Commissioner, ICAT	Member
12	Dr. Mahadev Chakraborty, Tripura University	Member
13	Dr. Padmini Chakraborty, Principal, Govt. Music College	Member
14	Smt. Mandira Debbarma, Principal, M.B.B. College	Member
15	Shri Sankar Basu	Member
16	Shri [illegible] Sinha, Executive Member, Sangeet Natak Academy	Member
17	Shri Dhabal Krishna Debbarma	Member
18	Shri Kali Kinkar Debbarma	Member
19	Shri Samir Das	Member
20	Smt. Karabi Debbarma	Member
21.	Smt. Uttama Debbarma	Member
22	Shri Hiralal Sengupta	Member
23	Shri Ganesh Debbarma	Member
24	Shri Ankur Debbarma	Member
25.	Smt. [illegible] Dey	Member
26	Shri Amiya Das	Member
27	Smt. Pathika Debbarma	Member
28	Dr. Uttam Saha	Member
29	Shri Hemanta [illegible]	Member
30.	Smt. [illegible] Debbarma	Member
31	Shri Satyabrata Chakraborty	Member
32	Smt. Jogamaya Chakma	Member
33	Shri Madhu Sudhan Debbarma	Member
34.	Shri Baisampayan Chakraborty	Member
35	Shri Satyabrata Bhattacharjee	Member
36	Shri Rameswar Bhattacharjee	Member
37	Shri Falgun Debbarma	Member
38.	Shri Santanu Das, Director, ICAT	Covenor
39	Shri Sisir Deb	Jt. Convenor

ভূমিকা

কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী সুরকার শচীন দেববর্মন আমাদের ত্রিপুরার এক গর্বের নাম। ত্রিপুরার রাজার জমিদারী এলাকা কুমিল্লায় ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই দেশবরেণ্য সঙ্গীতশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বর্তমানে দেশের নানা অঞ্চলে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তান শচীন দেববর্মনকে নিয়ে এই রাজ্যে উৎসাহ ও আগ্রহের কোনও ঘাটতি নেই। সারা দেশে এস. ডি. বর্মন নামে খ্যাত হলেও ত্রিপুরায় তিনি সকলের প্রিয় শচীনকর্তা। বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিপুরাতেও কুমার শচীন দেববর্মনের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ২০০৫ সালের ১লা অক্টোবর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন কর্মসূচীর সূচনা ঘটেছিল। সেদিন আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়ে রাজধানী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় সংগীত প্রেমী, সংস্কৃতি সচেতন সকল অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত বছর ১লা থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত আগরতলায় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শচীনকর্তার গানকে আরও বেশী সংখ্যক শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়া সহ বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা যাতে শচীনকর্তার গান গাইতে পারেন, সে জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কর্মশালা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়। গত বছরের অর্থাৎ ২০০৫ সালের ৪ঠা থেকে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ১০দিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় শচীনকর্তার গানের উপর। এতে ১০০ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। চলতি বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে রাজ্যের চার জেলায় জেলাভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শচীনকর্তার গানের উপর এই চারটি কর্মশালায় ২০০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে শচীনকর্তার জীবন ও সৃজনকর্ম নিয়ে আগরতলায় একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বাংলা ও ককবরক ভাষায় স্থানীয় শিল্পীদের গাওয়া শচীনকর্তার গানের একটি সিডি/ক্যাসেট প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যের নানা অঞ্চলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গীতানুরাগীদের মধ্যে শচীনকর্তার দশহাজার ছবি বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ১৪ অক্টোবর আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বর্ষব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।

এই উদ্‌যাপন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে আমরা দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। একটি কুমার শচীন দেববর্মনের জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ এবং অপরটি হচ্ছে ককবরক অনুবাদ সহ শচীনকর্তার সুরারোপিত গান ও গানের স্বরলিপির সংকলন।

জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে শচীনকর্তার জীবন ও সৃজনকর্মকে গ্রন্থিত করা হয়েছে। কর্তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং কলকাতা ও মুম্বাই'র কর্মজীবনকে বিস্তৃতভাবে এই বৃহৎ স্মারক গ্রন্থে তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে যদি বর্তমান প্রজন্ম শচীনকর্তা সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারে, উৎসাহী হয় এবং ভবিষ্যতের সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ উপকৃত হন তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। নমস্কারান্তে—

শান্তনু দাশ
আহ্বায়ক
কুমার শচীন দেববর্মন
জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি
ও
অধিকর্তা
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং

সম্পাদকের নিবেদন

কিংবদন্তিতুল্য সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার শচীন দেববর্মন ত্রিপুরার গৌরব। সবাই জানে, তিনি ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সন্তান। গোটা দেশের সঙ্গীতপ্রিয় মানুষকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন তাঁর সুরের মূর্চ্ছনায়। এস. ডি. বর্মন নামে তিনি ভারতখ্যাত হলেও ত্রিপুরায় তাঁর পরিচিতি 'শচীনকর্তা'। তাই ত্রিপুরায় তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে প্রত্যাশিতভাবেই একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শচীন কর্তা সম্পর্কে দেশের নানা পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা-লেখি হয়েছে। আলোচনা হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও। এমনকি মৃত্যুর ক'বছর আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আত্মকাহিনিমূলক রচনা ''সরগমের নিখাদ'। ত্রিপুরা থেকে ইতিমধ্যে শচীনকর্তার উপর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, স্মরণিকাতো আছেই। কিন্তু প্রবাদ প্রতিম এই শিল্পীর 'জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশের রয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। বিশেষতঃ এই গ্রন্থ যদি প্রকাশিত হয় তাঁর নিজের জায়গা ত্রিপুরা থেকে— তাহলে সঙ্গতভাবে প্রত্যাশাও বেড়ে যায় অনেক। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণের অন্তরায়ও বিস্তর। শচীনকর্তা যখন খ্যাতির তুঙ্গে তখন তিনি মুম্বাইবাসী। এর আগে দীর্ঘ দু'দশক কাটিয়ে গেছেন কলকাতায়। বিশেষতঃ মুম্বাই বসবাসের সময় ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কাজেই কর্তা যখন খ্যাতির মধ্যগগনে— তখনকার কথা জানতে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই নির্ভর করতে হয় সর্বভারতীয় পত্র-পত্রিকার উপর কিম্বা সঙ্গীত/সঙ্গীতকার সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহের উপর। শচীনকর্তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কিছুটা সময় কেটেছে কুমিল্লা-আগরতলায়। বিশেষতঃ কুমিল্লাতেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের ভিত্ রচিত হয়েছিল। কিন্তু এখানে তাঁকে যারা জানতেন কিম্বা সঙ্গলাভ করেছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই প্রয়াত। যে অল্প ক'জন বেঁচে আছেন, তাঁরাও বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। প্রয়াতদের কারও কারও লেখা অবশ্য ছড়িয়ে আছে নানা স্মরণিকায়। প্রবাস জীবনে কলকাতায় তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এখন এমন লোকের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। তাহলে শিল্পীর 'জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ' প্রস্তুত হবে কি করে? মূলতঃ এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং লেখা বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আগেকার পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত শচীনকর্তা বিষয়ে বিভিন্ন লেখা-লেখির উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে। তিন ধরণের লেখা সন্নিবিষ্ট হয়েছে স্মারকগ্রন্থটিতে। এক— গ্রন্থ ও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা এবং লেখার অংশ বিশেষ। দুই— সাক্ষাৎকার ভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক রচনা। তিন— অপ্রকাশিত নতুন লেখা, যার মধ্যে রয়েছে কর্তার গান ও সুরের বিশ্লেষণ, গান ও সুর সম্পর্কে উপলব্ধি, জলসায় কর্তার গান উপভোগের মধুর স্মৃতিচারণ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি।

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রচনাসমূহকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। সুর-শিল্পী শচীন দেববর্মন, শিল্পীর কুমিল্লা, আগরতলা, কলকাতা ও মুম্বাই জীবন ও কর্মসংশ্লিষ্ট রচনা, তাঁর গানের উপর বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে পৃথক পৃথক অধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে শিল্পীদের কে কি বলেছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। খন্ডচিত্র অধ্যায়ে রয়েছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণের সংক্ষিপ্ত রচনা। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সরগমের নিখাদ' এবং এই রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সময়কালে প্রকাশিত কিছু মূল্যবান চিঠিপত্রও সংযোজিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। পরিশিষ্ট অধ্যায়ে শচীনকর্তার জীবনপঞ্জী, তাঁর গানের রেকর্ড তালিকা, সুরারোপিত বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র ইত্যাদিও সংযোজিত হয়েছে। শচীনকর্তাকে নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ও স্মরণিকার এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতিওতুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটিতে শচীন কর্তার জীবন ও সৃজনকর্মের এক সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত প্রতিটি লেখার সঙ্গে রয়েছে সূত্র হিসেবে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ, স্মরণিকা কিম্বা পত্র-পত্রিকার নাম।

যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লেখা পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রতি এবং যেসব গ্রন্থ, স্মরণিকা বা পত্র-পত্রিকা থেকে পুরনো লেখা এই স্মারকগ্রন্থে দেয়া হয়েছে তার সংশ্লিষ্ট লেখক, প্রকাশক সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে নানা পুরনো লেখা, স্মরণিকা ইত্যাদি পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন শ্যামল চক্রবর্তী, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। এই স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকে আমাদের সহায়তা করেছেন, যার মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করতেই হয়। সাহিত্যসেবী ডঃ মুকুল কুমার ঘোষ, শচীন অনুরাগী গিরীন্দ্র মজুমদার, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকারে কর্মরত প্রকাশনা সহায়ক বিধু দেব, দপ্তরের প্রকাশনা শাখা আধিকারিক সহ অধিকর্তা দিনেশ দেবনাথ, সহ-অধিকর্তা পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়, যুগ্ম-অধিকর্তা স্বপন নন্দী প্রমুখ নানাভাবে সাহায্য সহায়তা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। যেসব নাম না জানা কর্মীরা কম্পিউটার টাইপ সেটিং, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলের সম্মিলিত মেধা ও শ্রমদান ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজ সম্পন্ন হতো না। পরিশেষে বলতে চাই, অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে হয়েছে। তাই সার্বিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু অপূর্ণতা থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতের শচীন অনুরাগী গবেষকগণ তা পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবেন বলে আশা রাখছি।

২০-০৯-২০০৬ পান্নালাল রায়

সূচিপত্র

সুরশিল্পী শচীন দেববর্মন

আগরতলায় শচীনকর্তা

ইতিহাসের আলোকে

কুমিল্লায় ছোটকর্তা

নিশীথে যাইও ফুলবনে

ওঁহা কোন হ্যায় তেরা মুসাফির

খণ্ডচিত্র

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে

সরগমের নিখাদ

পরিশিষ্ট

শচীনকর্তার কয়েকটি বাংলা গান অবলম্বনে বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা ছবি। এঁকেছেন— চিন্ময় রায়, স্বপন নন্দী, পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলী, সংঘমিত্রা নন্দী, অপরেশ পাল, তপশ্রী গাঙ্গুলী, অভিজিৎ ভট্টাচার্য ও মনীষ ভট্টাচার্য।

সুর শিল্পী
শচীন দেববর্মন
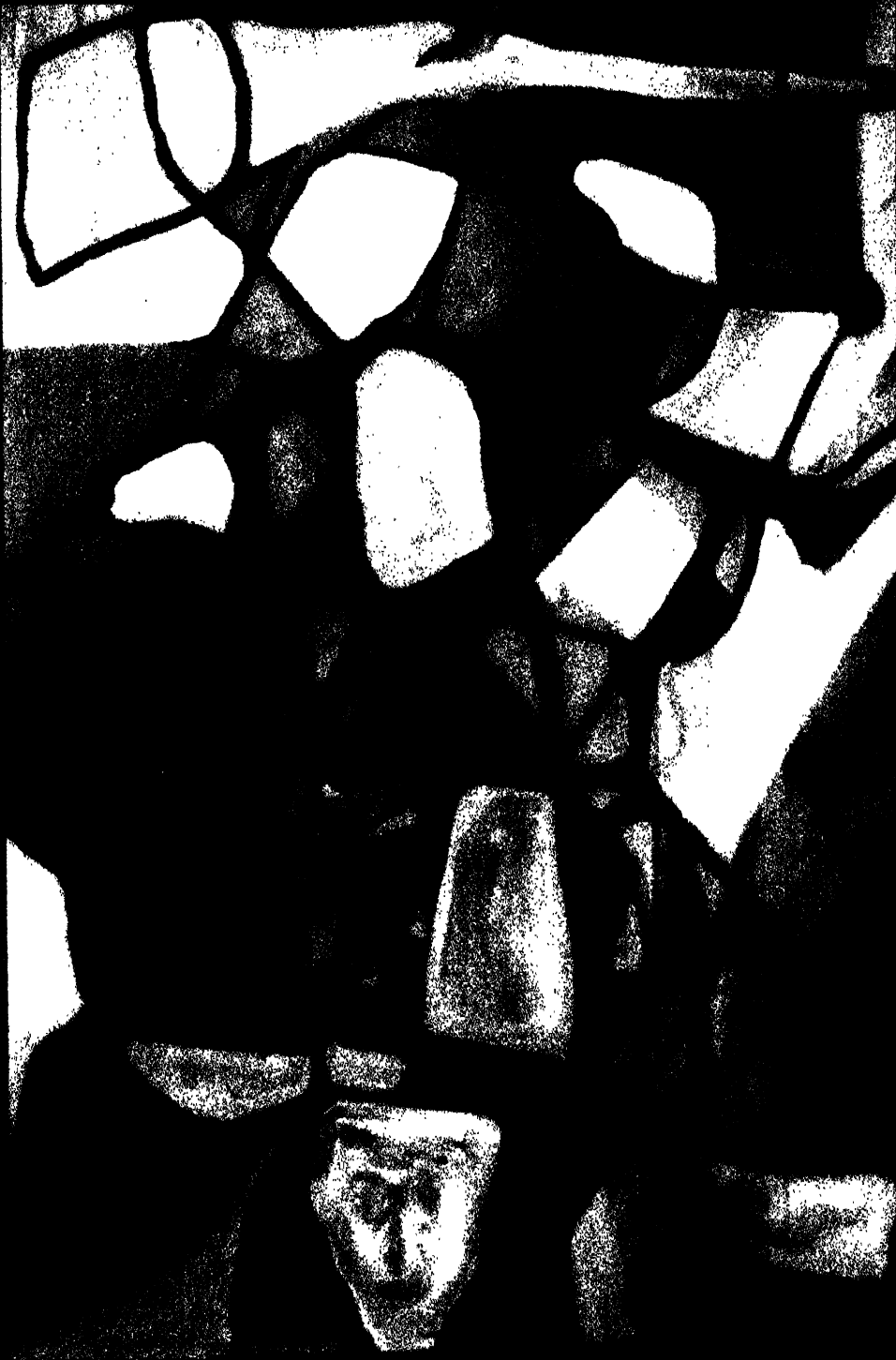
'কে যাবি চল বৃন্দাবনে...'

শিল্পী : চিন্ময় রায়

'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে...'

শিল্পী ঃ স্বপন নন্দী

শচীনকর্তা আমাদের গর্ব

অনিল সরকার

আমাদের রাজ্যের কৃতী সন্তান শচীন দেববর্মন তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভার জোরে ভারত বিখ্যাত সুরকার ও গায়কের পরিচিতি পেয়েছিলেন। এজন্য আমাদের গর্বের অন্ত নেই। কারণ, এ রাজ্যের আলো হাওয়া, অবিভক্ত বাংলাদেশের জারি সারি ভাটিয়ালি তাঁর সঙ্গীত জীবনের প্রাথমিক পর্বকে শক্তিশালী করেছিল। শেকড়ের দাক্ষিণ্যেই ফুল ফোটে। শচীনকর্তার শেকড়ও ছিল এই মাটিতেই প্রোথিত। তিনি এই মাটি থেকেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের সুধারস আহরণ করেছিলেন। তাই তাঁর জন্ম শতবর্ষে ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমাদের গর্ব সর্বাধিক। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমরা তাই তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের রাজ্যেরই রাজপুত্র ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা নবদ্বীপচন্দ্র, মাতা নিরুপমাদেবী। ১৯০৬ সালের পয়লা অক্টোবর এই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সঙ্গীত শিল্পীর জন্ম। রাজ পরিবারের নানান গোলযোগে শচীন কর্তার পিতা সিংহাসনে বসতে পারেননি। তিনি কুমিল্লাতেই থাকতেন। রাজধানী আগরতলা থেকে দূরবর্তী কুমিল্লায় থাকার ফলে তাঁদের কি লাভ হয়েছে জানি না, কিন্তু আমরা শচীনকর্তাকে পেয়েছি কুমিল্লার নদী-নালা, খালবিল, মাঝিমাল্লার গান আর তৎকালীন কুমিল্লার সমৃদ্ধ সাঙ্গীতিক পরিমন্ডলের জন্যই। গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত প্রমুখ সঙ্গীত অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ তখন কুমিল্লায় বাস করতেন। কাজি নজরুল ইসলামও কুমিল্লায় গিয়ে থাকতেন। নজরুলের সঙ্গে শচীনকর্তার যথেষ্ট সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। এই সাঙ্গীতিক পরিমন্ডল শচীনকর্তাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিল। পরবর্তী সময়ে যে খ্যাতিমান শচীনকর্তাকে আমরা পাই, তাঁর প্রাথমিক স্ফূরণ ঘটেছিল এখানেই।

তৎকালীন কুমিল্লা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যেরই অংশ। আর শচীনকর্তা ছিলেন ত্রিপুরারই রাজকুমার। সেই হিসেবে তাঁর গড়ে উঠার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের যে অবদান তার জন্য স্বাভাবিক কারণেই আমরা গর্বিত। আমরা গর্বিত, আমাদের রাজ্যেরই একজন মানুষ তাঁর নিজের প্রতিভাবলে প্রথমে কলকাতা, তারপর বোম্বাইতে গিয়ে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠাই নয়, তাঁর সঙ্গীত যাদুতে গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করেছেন। গোটা দেশের মুগ্ধতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

শচীনকর্তার কলকাতার জীবন ছিল কৃচ্ছসাধন ও নিজেকে গড়ে তোলার জন্য বিরামহীন প্রয়াসে নিয়োজিত থাকার সময়। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তিনি আইন পাশ করে উকিল হন। কিন্তু শচীনকর্তা জীবিকা অর্জনের এমন একটি নিরাপদ পথ ছেড়ে বেছে নিলেন সঙ্গীত সাধনার কঠোর পথ। তিনি ওস্তাদ বাদল খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে তালিম নিয়ে নিজেকে গড়ে তুললেন। যাদের কুমিল্লার বাড়িখানি ছিল রাজ বাড়ির মতো, সেই বাড়ির ছেলে মাত্র এক কামরার একটি ঘরে বাস করতেন শুধুমাত্র সঙ্গীতের জন্য। তাঁর সাধনার এই একাগ্রতা ও আন্তরিকতাকে আমরা শ্রদ্ধা না করে পারি না। সঙ্গীতকে জীবনের এমন সাধারণ বস্তু করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্গীতের কাছ থেকে পরবর্তী জীবনে তিনি পেয়েছিলেন অর্থ, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। পেয়েছিলেন কিংবদন্তি সুরকারের স্বীকৃতি। এক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিশ্বাসেরও আমরা প্রশংসা করব। বড় হবার জন্য তাঁর যে জেদ, যে নিষ্ঠা, তাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব।

১৯৪৪ সালে শচীনকর্তা বর্তমান মুম্বাই তৎকালীন বোম্বাইয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে শচীনকর্তা বোম্বাই যেতে চাননি। কিন্তু কলকাতার জ্ঞানী গুণী মহলে তিনি যথেষ্ট সমাদর পেলেও, তাঁর রেকর্ডের গানগুলো জনপ্রিয় হলেও, তাঁর সিনেমায় সুরারোপিত গানগুলো তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। ফলে এক প্রকার হতাশ হয়েই তাঁকে বোম্বাই যেতে হয় এবং পরবর্তী সময় হিন্দি সিনেমার গানে সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনার মাধ্যমেই তিনি সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অম্লান প্রতিভার গুণীর সম্মানেই আমরা ১৯০৫ সালের ১লা অক্টোবর থেকে সারা বছরব্যাপী তাঁর জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। শচীনকর্তার জীবন ও সাধনা থেকে আমাদের রাজ্যের শুধুমাত্র সঙ্গীত শিল্পীগণ নয়, যে কোন সাংস্কৃতিক শিল্পীই শিক্ষাগ্রহণ করুক, নিজেকে শচীনকর্তার মতো খ্যাতিমান, জনপ্রিয় ও উর্দ্ধে তুলে ধরুক। শচীনকর্তার জীবন আমাদের এ শিক্ষাই দেয় - সাধনা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কোন বিকল্প নেই। সৃজনশীলতা কোন দেশকাল, পাত্র ও অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে না। তা যে কোন পরিস্থিতিতেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।